

Swami Vivekananda: Contribution of Swami Vivekananda to the development of Indian social consciousness and socialist ideas

Monalisa Bhattacharjee

Abstract

In the nineteenth century, there was a tremendous development in the field of material science in the West. In this situation, it was necessary to present to the world community the spiritual wonders that had existed in India for thousands of years and to arouse appreciation and respect among Western scholars for Indian spiritual philosophy, while at the same time creating a respectful attitude towards India, the mother of spirituality. With English education, the spirit of material science spread so rapidly that it required extraordinary courage and extraordinary talent to stand against that phenomenon and change its direction. In the Indian context, Narendranath Dutta, who later became widely known as Swami Vivekananda, came forward to solve the problems in the social field. Many sociologists compare Vivekananda's thoughts in Hinduism, philosophy and social fields with the socialist philosophy of contemporary Europe. In the field of social thought, Vivekananda's philosophy is considered to have complemented the communist philosophy of the West. However, he did not imitate Western socialism. Rather, he tried to explain socialist thought in the Indian context in a religious and spiritual context, specifically according to the philosophy of Vedanta. The present research article will try to shed light on various aspects of Swami Vivekananda's socialist thought. Along with this, one of the objectives of the present research article is to compare the similarities and differences between Western socialism, especially Marxist socialism, and Vivekananda's socialist thought.

Keywords: *Vivekananda, Indian society, Indian philosophy, socialism, Marxist socialism*

স্বামী বিবেকানন্দঃ ভারতীয় সমাজ চেতনা ও সমাজতন্ত্র

সারাংশ

উনিশ শতকে পাশ্চাত্যে বস্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে বিরাজমান আধ্যাত্মিক বিশ্বায়কে বিশ্ব সমাজে উপস্থাপন করা এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা জাগানো, একই সাথে আধ্যাত্মিকতার জননী ভারতবর্ষের প্রতি

শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার সাথে সাথে বস্তু বিজ্ঞানের চেতনা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, সেই ঘটনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং তার দিক পরিবর্তন করতে অসামান্য সাহসিকতা ও অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় প্রেক্ষিতে সামাজিক ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। হিন্দু ধর্ম, দার্শনিকতা ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনাকে সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশ সমকালীন ইউরোপের সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের দর্শন পাশ্চাত্যের সাম্যবাদী দর্শনের পরিপূরক ছিল বলে মনে করা হয়। তবে পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রকে তিনি অনুকরণ করেন নি। বরং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনাকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষভাবে বলতে গেলে বেদান্ত দর্শন অনুযায়ী অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র, বিশেষভাবে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সাযুজ্য ও বিরোধিতার প্রতিতুলনা বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শব্দ সূচকঃ বিবেকানন্দ, ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় দর্শন, সমাজতন্ত্র, মার্কসীয় সমাজতন্ত্র

ভূমিকা

উনিশ শতকীয় নবজাগরণ প্রসূত চিন্তাভাবনা সুদীর্ঘকালীন লোকাচার ও দেশাচারের পরিবর্তন করাতে সক্ষম হয় নি। এরূপ পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মীয় সংস্কার ব্যতীত সমাজ সংস্কার সম্ভব না; কারণ ধর্ম হল সমাজের দেহের একটি অঙ্গ। আর এই জন্যই তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ধর্ম সংস্কারের এবং মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগরণের।¹ তিনি পাশ্চাত্যের দর্শনের উপর নির্ভর না করে অদ্বৈত অনুভূতিকে গ্রহণ করেছিলেন সমাজ সংস্কারের ভিত্তি হিসাবে। স্বাভাবিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার জগতে একটি নতুন মাত্রা এনেছিল। স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে, জীবনের কঠিন সমস্যার সাথে লড়াই করা দুর্বলদের সামর্থ্যের মধ্যে নেই। আত্মবিকাশ এবং আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রকাশ না হলে, সত্যিকারের অগ্রগতি কমই হয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এটি মাথায় রেখে, তিনি শিক্ষাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এবং তার ভিতরের সম্ভাবনাকে উন্মোচনের লক্ষ্যে ব্যবহার করেছিলেন। শিক্ষাকে অবশ্যই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সাথে সাথে চলতে হবে। কারণ জ্ঞান শুধুমাত্র রুটি এবং মাখন উপার্জন সম্পর্কে নয়; এটি অজ্ঞতা থেকে মুক্তি সম্পর্কেও। দুটির একটি নিখুঁত সংমিশ্রণ জীবনকে বেঁচে থাকার যোগ্য করে তোলে। স্বামীজী জাতিকে সেবার চেতনায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, শিক্ষাকে তার কার্যকরী হাতিয়ার করে তুলেছিলেন।² তিনি সম্ভবত আশা করেছিলেন যে জনগণ তার নিবেদিত সেবা এবং জনসাধারণের প্রতি ভালবাসার উদাহরণ অনুকরণ করবে।

তাত্ত্বিক বিচার বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীকে পুরোপুরি সমাজবাদী বলা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। যেমন তাঁকে কোন অর্থেই তথাকথিত রাষ্ট্র-দার্শনিক বলা যায় না এবং তিনি রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে পৃথক কোন ধারার প্রবর্তনও করেননি। বিবেকানন্দের চিন্তা ও দর্শন সম্পৃক্ত ছিল দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে। যদিও স্বামীজী স্বয়ং নিজেকে সমাজবাদী বলে ব্যক্ত করেছিলেন (স্বামীজীর পত্রাবলীর সূত্রে জানা যায়)। দীনদরিদ্র মানুষের দুঃসহ জীবন যাপনের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের উন্মেষ

ঘটিয়েছিল। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে বুদ্ধিমান মানুষের মনের গতি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে নিবদ্ধ। অবহেলিত মানুষের শোষণ নিপীড়ন এবং নিপীড়িত জনগণের জীবনযন্ত্রণার পাশাপাশি শূদ্র জাগরণ প্রসঙ্গে তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈদান্তিক সমাজবাদ রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।³ সামাজিক অন্যায় অবিচার ও দেশের পরাধীনতা যে ভাবে মানুষকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই অবস্থার অবসান, মানুষের আত্মসত্ত্বার উন্মেষ এবং রাজসিক সমাজকর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই স্বামীজী সমাজবাদী চেতনাকে সমর্থন করেছিলেন। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য সম্পর্কেও বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন সমাজ সংস্কারমূলক বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। যিনি ছিলেন একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, আধ্যাত্মিক নেতা আদর্শবাদী দার্শনিক, অতীন্দ্রিয় মনস্তত্ত্ববিদ এবং সর্বোপরি একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। সমাজ সংস্কারমূলক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক পেশায় জাতিভেদ প্রথা, বর্ণপ্রশাসনচক্র, বৈদান্তদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি ও আলোচনা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ‘সমাজবাদ’ শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন।⁴ তাঁর বিভিন্ন দার্শনিক প্রত্যয় ও উক্তি মध्ये সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ মনে করতেন, “I am a socialist, not because it is perfect system but because I believe that half of a loaf is better than no bread”.⁵ বিবেকানন্দের মতে শোষণ, পীড়ন, ও দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে মানুষকে মুক্ত করাই হল ন্যায় বিচার এবং এই ন্যায়বিচারই হল সমাজতন্ত্র। তাঁর মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রাধান্যের কাছে সমর্পণ করাই হল সমাজতন্ত্র। কুসংস্কার, জাতিপাত, ঔপনিবেশিকতা এবং অলসতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড সংগ্রাম এতটাই পরিচিত যে কোনও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের প্রতি তার গভীর সহানুভূতি তাকে উদার গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার বাইরে সমাজবাদের দিকে তাকাতে পরিচালিত করেছিল। Rao লিখেছেন, “Vivekananda’s Vedantic socialism naturally covered the social system and the need for its reconstruction to enable the masses to play their rightful role in society. He was fully aware of the denigration of the masses that the Hindu social system had brought about over the centuries; but he was not prepared to go in for an unqualified condemnation of the past nor to seek for a wholesale destruction of all existing institutions and their replacement by a new order.”⁶

স্বামীজীর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উৎস হিসাবে পশ্চিমী রাষ্ট্র দর্শন, বিশেষভাবে জার্মান ভাববাদ ও ভারতীয় বৈদান্তদর্শনের উল্লেখ করা যায়। তবে পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সেই অনুযায়ী ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন-এই কথা ঠিক নয়। প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সমষ্টিবাদী তত্ত্বকে ভাব, অনন্ত সত্তা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জার্মান দার্শনিকরা যে ভাববাদী দর্শনের সূচনা করেছিলেন বিবেকানন্দ সেই দর্শনের সঙ্গে যোগ করেন সনাতন ভারতীয় বৈদান্তিক চেতনা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “And this is the real, practical side of Vedanta. It does not destroy the world, but it explains it; it does not destroy the person, but explains him; it does not destroy the individuality, but explains it by showing the real individuality. It does not show that this world is vain and does not exist, but it says, “Understand what this world is, so that it may not hurt you.”⁷ যেখানে অনন্ত সত্তার ধারণা সুন্দরভাবে বলা রয়েছে। সংস্কারমূলক পথে বৈপ্লবিক উপায়ে কোন পদ্ধতিতে তিনি ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

করতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সমাজতন্ত্রকে সফল করার জন্য তিনি অদ্বৈতবেদান্তকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ অদ্বৈতবেদান্ত অনুযায়ী ‘জীবই হল পরমাত্মা’। তাই স্বামীজি বহুরূপে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ ভেদ না করে মানুষের সেবা করা আর ভগবানের সেবা করা একই বিষয়।^৯ তিনি সব সময় সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের অসীম সত্ত্বা ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন। মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজমান; মানুষের ব্রহ্মশক্তিই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। মানুষকে তার অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারলেই পরম ব্রহ্মের অংশ হিসাবে সামাজিক অন্যায়, অবিচার ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে অতিক্রম করা যাবে। অধ্যাপক বি.পি. ভার্মা তাঁর ‘Modern Indian Political thought’ শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, “The deep social realism of Vivekananda is also revealed in his statement that India’s political slavery of a thousand years is rooted in the suppression of the masses. The social tyrants and aristocratic despots of this country exploited the millions of masses. They held the latter in disgust and contempt and humiliated them so much that they almost lost their humanity.”^{১০}

বিবেকানন্দের জীবনবোধের ধারণার মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা সম্পর্কিত চেতনা বিদ্যমান ছিল। C.M. Bisha লিখেছেন, “Swamiji travelled the length and breadth of India and was deeply moved to see the appalling poverty and backwardness of the masses. Swamiji declared that the real cause of India’s downfall was the ‘neglect of the masses’ by the people higher up. Owing to centuries of oppression, the downtrodden masses had lost faith in their capacity to improve their lot”.^{১০} স্বামীজীর মতে নিরন্ন মানুষকে ধর্মের নীতি কথা বলা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর মতে মানুষের আগে চাই খাদ্য, পরে ধর্মের কথা। যে ভগবান শুধু স্বর্গ সুখের কথা বলে খাদ্য দিতে পারে না তার প্রতি বিবেকানন্দের কোনও আস্থা ছিল না। জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক সচেতনাতার অভাব ভারতীয় সামাজিক সমস্যার প্রধান কারণ। তিনি মনে করতেন, “Educate our people, so that they may be able to solve their own problems. Until that is done all these ideal reforms will remain ideals only”.^{১১} তিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের বৈষয়িক বিকাশ, সামগ্রিক আত্মোন্নতি এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য মুক্ত সমাজ স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। “Social laws were created by economic conditions under the sanction of religion. The terrible mistake of religion was to interfere in social matters. But how hypocritically it says and thereby contradicts itself. Social reform is not the business of religion.” True, what we want is, that religion should not be a social reformer, but we insist at the same time that religion has no right to become a social law-giver.”^{১২}

অন্য অর্থেও তিনি সমাজবাদী কারণ তিনি সকল ভারতবাসীর জন্য সমান সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার করেন। তিনি লিখেছিলেন, “just distribution of material values will be achieved, equality of the rights of all members of society to ownership of property established and caste differences obliterated.”^{১৩} তাঁর মতে সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য যদি কাউকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করতেই হয় তাহলে সবলের থেকে দুর্বলকে অধিক সুযোগ প্রদান করা উচিত। তাঁর মতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্রাহ্মণের

থেকে চণ্ডালের বেশী। তাই কোন ব্রাহ্মণ সম্ভানের যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তাহলে একজন চণ্ডালের দশজন শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেছেন, “...greater help must be given to him whom nature has not endowed with an acute intellect from birth. It is a madman who carries coals to Newcastle. The poor, the downtrodden, the ignorant let these be your god.”¹⁴ বর্তমান ভারত প্রবন্ধে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, শূদ্র তার শূদ্রত্ব বজায় রেখেই সমাজে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। স্বামীজী বলেছেন, দেশ ও জাতির প্রাণকেন্দ্র গরিবের কুটির। অথচ তারাই নিম্নতর অবস্থায় রয়েছে। এই ব্যাবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী এই দরিদ্র, বঞ্চিত বা নিগৃহীতরাও ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই ঈশ্বর জ্ঞানে তাদের সেবা করতে হবে।¹⁵

স্বামীজী বলেছিলেন, “The poor, the sinner in India has no friends, no help, they cannot rise, they however they may. They sink lower and lower every day, they feel the blows showed upon them by cruel society and they do not know from where the blow comes.”¹⁶ তিনি জাতিগত বৈষম্যকে দূর করার জন্য সমাজের উচ্চতর শ্রেণীকে নিচে নামিয়ে না এনেও নিম্নবর্ণকে উচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। বলা যায় যে সাম্যের ধারণার প্রবক্তা হিসাবে স্বামীজী নিজেকে সমাজবাদী হিসাবে তুলে ধরতে সফল হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, “The political philosophy of Vivekananda’ that the Swami believed that the social evolution is not different from the evolution of the universe. The law of universe operates in society also. As the universe is not static but dynamic, no institution in society is sacred and eternal. The social evolution is based on the principle of rise and fall.”¹⁷

স্বামীজী মনে করতেন শুধু বেদান্তের তত্ত্ব দর্শনের উপর সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সমাজ বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে হবে। শুধু যুক্তিবাদের দ্বারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য চাই তীব্র অনুভব। অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের কথা যতক্ষণ না নিজেকে অস্তির করে তুলছে, ঘুম কেড়ে নিচ্ছে, শিরায় শিরায় আলোড়ন তুলছে ততক্ষণ সমাজ ব্যাবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। পৃথিবীর সব সমাজেই চার বর্ণের আধিপত্য দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর আধিপত্য এবং পরবর্তীতে বা আধুনিককালে বৈশ্য শ্রেণীর আবির্ভাব এবং সামাজিক বিকাশের শেষ পর্যায়ে আসবে শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য। তিনি আশা প্রকাশ করতেন এমন এক সমাজ ব্যাবস্থা জন্ম নেবে যেখানে পুরোহিতের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সংস্কৃতি, বৈশ্যের অর্থ এবং শূদ্রের শাসনের সমন্বয় ঘটবে।¹⁸

বর্ণ বৈষম্য দূর করার জন্য বিবেকানন্দ জন্মগত বর্ণ ভেদের জায়গায় অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী গুণগত বর্ণ ভেদের কথা তুলে ধরেছিলেন। যা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটাবে। বিবেকানন্দ সমষ্টি স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার কথা বলেছেন। এই জীবনবোধ থেকেই তিনি সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থাকে সমর্থন করেছেন। কেননা, তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের দুঃখের তিনটি কারণ হল- অজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা ও অসাম্য। স্বামীজী যে সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন তার মূলত চারটি দিক আছে- আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। তিনি মনে করতেন অদ্বৈতবাদের বাণী আসলে সাম্যের বাণী। যা ছোটো-বড়, জাতিভেদ এবং দেশের মধ্যে প্রভেদ মানে না। আসলে ব্যক্তি বিশেষের বা বিশেষ সমাজ গোষ্ঠীর বিশেষাধিকার ভেঙ্গে ফেলতে অদ্বৈতবেদান্ত হল শ্রেষ্ঠ উপায়। স্বাভাবিকভাবে স্বামীজীর সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রধান ভিত্তিই হল অদ্বৈত বেদান্ত।¹⁹

মার্কস ও বিবেকানন্দ

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করতেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে মেনে না নিলে সোশ্যালিজম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যদিও মার্কস সোশ্যালিজমে উপনীত হয়েছিলেন ‘Doctrine of self allianation’ – এর মধ্য দিয়ে। যা হেগেলীয় ব্রহ্মবাদের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফয়েরবাখ মনে করতেন মানুষই ঈশ্বর। আর মার্কস যে দাবীটি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন তা হল, ‘মানুষকে ঈশ্বর বানাতে হবে’। সেই জন্য সমাজ রূপান্তরই একমাত্র উপায়।²⁰ সেক্ষেত্রে মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটাতে হবে। সেই বন্ধন ধর্মাশ্রিতই হোক বা আইন, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই হোক। মানুষের বন্ধন মুক্তির জন্য প্রয়োজন সমাজ বিপ্লব। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌঁছেছেন হিন্দু বিজ্ঞানবাদকে ভিত্তি করে। যেখানে জীবই ব্রহ্ম। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া সমাজ, অর্থনীতি, জাতিপ্রথা জীবকে জীবত্বে আবদ্ধ রেখেছে। জীবের আত্ম আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন সমাজের নবজন্ম বা পুনর্বিদ্যায়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানবিকতাই সমাজবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলমুক্ত সামাজিক মানবতার আদর্শ তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। আর এই মুক্তির জন্য দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, লোকাচার, কূপমণ্ডকতা, শ্রেণী শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম প্রয়োজন।

মার্কস পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি সংগঠিত সর্বহারা গোষ্ঠী বা দলের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। ঐতিহ্যগত বর্ণ-প্রবণ ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের জন্য বিবেকানন্দ সামাজিক জাগরণ এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্ত্র এবং মার্কসের সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজের সংস্কারের উপর জোর দিয়েছিলেন মানব চেতনাকে ঐশ্বরিকভাবে উন্নীত করার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে মার্কসের সমাজবাদ শিল্প বিপ্লবের দ্বারা সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর দূরাবস্থার থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। আসলে মার্কস এবং বিবেকানন্দ দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতন্ত্রকে দেখেছিলেন। মার্কসবাদে ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কারণ মার্কসবাদ অনুযায়ী ধর্ম হল আমজনতার কাছে আফিমের নেশার মত। কিন্তু বৈদান্তিক বিবেকানন্দ ধর্ম ও বেদান্তকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন না। সমাজতন্ত্র ও সমাজবাদী সমাজ গঠনের স্বার্থে মার্ক্সবাদ রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মার্কসের দর্শনে দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি ও বস্তুবাদী বিচার বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এবিষয়ে নীরব। স্বামীজি সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার কথা বললেও মার্ক্সবাদের মত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লবী সংগঠন প্রভৃতির কথা বলেননি। যদিও শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের কথা তিনি স্বীকার করেছেন। বিপ্লববাদী কাযকলাপের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি বলেছিলেন, “The lower classes are gradually awakening to this fact and making a united front against this, determined to exact their legitimate dues. The masses of Europe and America have been the first to awaken and have already begun the fight. Signs of this awakening have shown themselves in India, too, as is evident from the number of strikes among the lower classes nowadays”.²¹

বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজবাদ এবং মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল যে, স্বামীজী ভারতীয় সমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে মানবিক চেতনাকে ঐশ্বরিকভাবে উন্নীত করার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মার্ক্স একজন মহান বাস্তববাদী এবং একজন দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী ছিলেন যিনি সহিংস সামাজিকতাও অস্বীকার করে রাখেন নি। বিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্সের মতবাদে ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং হিংসা দ্বারা প্রভাবিত একটি দর্শনের চরিত্র বহন করে। স্বাভাবতই মার্কসবাদ মূলত একটি গভীর দার্শনিক মতবাদ নয়, যে অর্থে বেদান্তবাদ, বৌদ্ধ

দর্শন, প্লেটোনিজম, বা হেগেলিয়নিজম দার্শনিক ব্যবস্থা। সমাজের কল্যাণ না ঘটলে ব্যক্তির কল্যাণ ঘটতে পারে না। ব্যক্তি সদা সর্বদা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। সমাজ কল্যাণের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য না থাকলে ব্যক্তিত্বের সঠিক প্রকাশ ঘটতে পারে না। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তির স্বাধীন সত্ত্বার বিকাশ না হলে সামাজিক বিকাশ সঠিকভাবে গড়ে ওঠে না।

তিনি বলেন, “I am a socialist not because I think it is a perfect system half a loaf is better than no bread.”²² এ-দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে সমাজবাদী দার্শনিক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর বাণী ও রচনায় সামাজিক সাম্যের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজে বর্ণ ব্যবস্থার জায়গায় পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা রক্ষণশীল জাতিভেদ ব্যবস্থার সামাজিক স্তর বিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন - যেটি তাঁর সমাজবাদী চিন্তা-চেতনার এক মৌলিক প্রকাশ। অধ্যাপক ভার্মা বলেছেন, “His gospel of equalitarianism is fundamentally socialistic.”²³ সুতরাং সমাজে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন সমাজবাদী। সিস্টার নিবেদিতা লিখেছেন, “Vivekananda’s passion of pity, however, did not concern itself with the Indian people only. True to his Oriental birth, he would always defend the small farmer or the small distributor, against those theorists who seem to consider that aggregations of business are justified in proportion to their size. ‘He held that the age of humanity now dawning would occupy itself mainly with the problems of the working-folk, or as he expressed it, with the problems of the Sudra.’²⁴

সোশ্যালিজম ধারণাটি পাশ্চাত্য থেকে এসেছে এবং উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে পাশ্চাত্য বিভিন্ন ধরনের সোশ্যালিজমের আবির্ভাব ঘটেছিল। যার কোনটা ছিল ফিউডালিস্টিক সমাজবাদ, কোনটা ছিল পেটি বুর্জোয়া সোশ্যালিজম আবার কোনটা ছিল ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজম। যদিও কার্ল মার্ক্স স্বকীয় সোশ্যালিজমকেই এক ও অদ্বিতীয় সোশ্যালিজম বলে চিহ্নিত করেছেন। মার্ক্সবাদী সোশ্যালিস্টদের মধ্যে এরকম ধারণা বরাবরই আছে যে, সোশ্যালিজমের ভাবাদর্শ মার্ক্সের একচেটিয়া সম্পদ। যদিও মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিবেকানন্দ সোশ্যালিজমকে ব্যাখ্যা করেন নি। অথচ রাশিয়া ও চীনে ভবিষ্যতে যে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন। আসলে বিবেকানন্দ যুক্তি, বিজ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবিকতায় অনুপ্রাণিত শোষণহীন সমাজের যে চিন্তা করেছিলেন সেখানে মানবমুক্তি ছিল প্রধান কথা এবং এই দিক দিয়ে বিবেকানন্দ অবশ্যই সোশ্যালিস্ট ছিলেন।²⁵

ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেকানন্দের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতির বিশ্লেষণ করে তাঁকে ভারতের প্রথম সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তি হিসাবে অবিহিত করেছিলেন।²⁶ স্বামীজী গুপ্ত উপরতলার মানুষদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন শোষিত, দিন-দরিদ্র ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। কারণ তারাই সামাজিক অগ্রগতির ধারক ও বাহক। বিবেকানন্দ প্রথা ও আধুনিকতাকে সংমিশ্রিত করেছিলেন বেদান্তের পথে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ধর্ম ও বর্ণকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে শাসন ঐক্যের সঙ্গে এসেছিল শোষণ।

বিবেকানন্দ সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন ঠিকই, তবে তিনি মনে করতেন পৃথিবীতে পরিপূর্ণ সাম্য কখনই আসবে না কারণ, সৃষ্টি মানেই বহুত্ব, বৈচিত্র্য। পরিপূর্ণ সাম্যের অর্থই হল সৃষ্টির বিনাশ। কারণ সৃষ্টির মূল কথাই হল ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য। সেখানে বৈষম্য থাকবে, আবার সেই বৈষম্যকে দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেই জন্য কোন নির্দিষ্ট মতবাদ চাপিয়ে না দিয়ে প্রত্যেকের স্বাধীন সত্ত্বাকে মর্যাদা দিতে হবে। সমাজতন্ত্রের মধ্যে

অপূর্ণতা থাকলেও এখানে সুখ-দুঃখের বন্টন হবে নতুন ভাবে। বৈদান্তিক চিন্তার আলোকে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। এবং পরম বোধিতে পৌঁছতে হবে। শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন জীবনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে পারবে না।²⁷

সমকালীন ভারতবর্ষে জন জীবন যে অধঃপতিত অবস্থায় ছিল তার জন্য উচ্চ বর্গকেই তিনি দায়ী করেছেন। এই জন্য একদিকে জনগণের চেতনার উন্মেষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অন্যদিকে দেশীয় ও শিক্ষিত বিত্তবান উচ্চবর্গের মানুষের হৃদয় থেকে জন সমাজ সম্পর্কে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও শোষণের প্রবৃত্তি দূর করে স্বামীজী একাত্মবোধ জাগ্রত করার কথা বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য ও সম অধিকারের কথা বললেও মার্কসের শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত শ্রমিক রাজের প্রতিষ্ঠা সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সম্ভব ছিল না। সেই জন্য বিবেকানন্দ শোষক ও উৎপীড়ক সমাজপতিদের প্রধান ক্রটিগুলি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও ভারতবর্ষে সমকালীন প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী তাদের ক্ষমতা হারিয়েছে এবং বৈশ্য বা পুঁজিপতি শ্রেণী ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছে। তা সত্ত্বেও স্বামীজী অনুভব করেছিলেন এই শাসক সম্প্রদায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের পতনকে ত্বরান্বিত করছে। ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে তিনি যে শূদ্র জাগরণের কথা বলেছিলেন তা আসলে সাধারণ মানুষের চেতনার আবির্ভাবকেই ইঙ্গিত করে থাকে। ভারতীয় জনগণকে সচেতন করার জন্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আর এই ব্যাপারে সুবিধাভোগী শ্রেণীকেই এগিয়ে আসতে হবে সেবার্তা কর্মী হিসাবে। কারণ তিনি মনে করতেন সমাজের উচ্চবর্গের লোকেরা কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের প্রাণপাত পরিশ্রমে উৎপন্ন সম্পদ ও অর্থের বিনিময়ে বিত্তবান হচ্ছে। তাই এই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের প্রতি উচ্চবর্গের একটা কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। “যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটি বার চিন্তা করিবার অবসর পায় না – তাহাদিগকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অবিহিত করি”²⁸

বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, “আমাদের নিম্ন শ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই যে, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিবোধ জাগিয়ে তোলা”। Through education comes faith in one’s own Self, and through faith in one’s own Self the inherent Brahman is waking up in them, while the Brahman in us is gradually becoming dormant.²⁹ তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উপহার স্বরূপ আপনিই আসিবে। “বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক চেতনার মূলে ছিল দরিদ্রের প্রতি সমবেদনা। তিনি ব্যক্তিজীবনে দারিদ্র্যের কঠোর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজেও তিনি যে বঞ্চিতদের একজন, এই বোধ আবার পাশ্চাত্যের সঙ্গে বৈষম্য এবং জগতের অসাম্য তাঁকে স্পর্শকাতর করে তুলেছিল।

বৈদান্তিক তত্ত্বজ্ঞান ও উপলব্ধি ভারতীয় গণসমাজ সম্পর্কে স্বামীজীকে উচ্চ ধারণা প্রদান করেছিল। ভবিষ্যৎ ভারতে যেহেতু শূদ্র যুগ আসবেই সেহেতু শূদ্রদের আর্থিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ জরুরি। ড. ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত লিখেছিলেন, “স্বামীজী শূদ্র অভ্যুত্থানের আগমনী যখন গেয়েছেন তখন রাশিয়ায় লেনিন সর্বহারাদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের চিন্তাও করেন নি, চীনের মাও-সে-তুং এর তখন অভ্যুদয়ই ঘটেনি”।³⁰ বর্তমান ভারত পুস্তিকায় শূদ্র রাজের যে কথা তিনি বলেছিলেন, “এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বীৰ্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে। শূদ্র ধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্ররা একাধিপত্য লাভ করিবে”।³¹ শূদ্র সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন, “If it is possible to form a state in which the knowledge of the priest period, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial and the ideal of the equality of the last can all be kept

intact, minus their evils it will be an ideal state.”³² অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ একত্রিত হয়ে যে জীবন দর্শন গড়ে উঠবে সেই আসন্নপ্রায় শূদ্রযুগ হবে পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক যুগ। যা হবে সামাজিক বিভেদহীন সমন্বিত সংস্কৃতির এক মৌলিক রূপ। ব্রাহ্মণকে শূদ্রে অবনমিত করে নয়, শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করেই এই সংস্কৃতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে। এই উদ্দেশ্য থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন। টি. এন. মদন লিখেছেন, “It is not Vivekananda’s fiery rhetoric so much that survives today as his worldwide Ramakrishna mission centres for devoted public service in the field of education, medical relief and religious instruction. In India, there are over a hundred such centres, symbolising the reformulation of abstract Vedantic ideas into concrete moral practice. The transformation of an autological religion of personal salvation through world renunciation into a vehicle of altruistic service was Vivekananda’s principal contribution to the social-cultural history of the India of his times.”³³

দরিদ্র মানুষেরা উচ্চবিত্তদের দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রের মতো এতদিন কাজ করেছে এবং বুদ্ধিমান শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণী তাদের শ্রমের ফল ভোগ করেছে। প্রতিটি দেশেই এমনটি হয়েছে। কিন্তু সময় বদলেছে। নিম্নশ্রেণির ধীরে ধীরে তাদের অধিকার সম্পর্কে জাগ্রত হচ্ছে এবং তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। এই ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ প্রথম জাগ্রত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তারা লড়াই শুরু করে দিয়েছে। এই জাগরণের লক্ষণ ভারতেও দেখা দিয়েছে, যেমনটা আজকাল নিম্নবর্ণের মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। উচ্চবিত্তরা আর নিম্নবিত্তকে দমন করতে পারবে না। নিম্নবর্ণকে তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করার মধ্যেই এখন উচ্চ শ্রেণীর মঙ্গল নিহিত।³⁴

মার্কসীয় পরিভাষায় উচ্চতর বর্ণকে ‘Declassed’ করে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং স্বামীজীর ভাষায় ব্রাহ্মণত্বই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ আর সত্যযুগ হচ্ছে বিভেদহীন আদর্শ, সাম্য ও সমাজের যুগ। আসলে স্বামীজীর দৃষ্টিতে সত্যযুগ বলতে শ্রেণী বৈষম্যহীন শোষণ মুক্ত সমন্বিত সমাজের কথাই বলা হয়েছে।³⁵ এই শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বামীজী ভারতীয় কৃষকদের আর্থিক দূরবস্থা দূর করা, মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা প্রভৃতির দায়িত্ব উপরতলার মানুষদেরকেই গ্রহণ করতে হবে বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “মনে রাখিবে দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে... জাতির ভবিষ্যৎ... নির্ভর করে – জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারো? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কাজ ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব”³⁶ শুধু দরিদ্রের শ্রমের মর্যাদা স্বীকার করাই নয়, বহু প্রাচীন সভ্যতা ও জাতি সমূহের আবির্ভাব এবং বিস্তারের নেপথ্য নায়ক এই সম্প্রদায় যারা আজ পদদলিত শ্রমজীবী। স্বামীজী শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষমতা, সহনশক্তি, বুদ্ধি ও ধর্ম চেতনাকে সাধুবাদ জানিয়ে ভবিষ্যৎ গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে আহ্বান জানিয়াছিলেন।

উপসংহার

মার্কস এবং বিবেকানন্দ উভয়েই মানবতার কল্যাণের জন্য অবশ্যই উদ্বিগ্ন ছিলেন কিন্তু তাঁরা উভয়েই মানুষকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। কিন্তু যখন বিবেকানন্দ লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এবং মানবতার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার আনার ক্ষেত্রে অদ্বৈত বেদান্তকে বেছে নিয়েছিলেন, তখন মার্কস মানবজাতির অসুস্থতা দূর করার জন্য দ্বন্দ্বিক

বস্তুবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের দিক নির্দেশ করেছিলেন। তবু এমন একটা সময় আসবে যখন শূদ্র শ্রেণী থেকে তাদের শূদ্রত্বের উত্থান ঘটবে: অর্থাৎ এখনকার মতো নয় যখন শূদ্ররা বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করে মহান হয়ে উঠছে, কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন প্রতিটি দেশের শূদ্ররা তাদের জন্মগত শূদ্র স্বভাব ও অভ্যাস নিয়ে – প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় না হয়ে শূদ্র হিসেবেই থাকবে – প্রতিটি সমাজে নিরঙ্কুশ আধিপত্য অর্জন করবে। এই নতুন শক্তির ভোরের প্রথম আভা ইতিমধ্যেই পশ্চিমা বিশ্বের উপর ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেছে এবং চিন্তাশীলরা এই নতুন ঘটনার চূড়ান্ত ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছেন সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ, নিহিলিজম-এর মতো অন্যান্য মতবাদ অনুসরণ করা সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে।

স্বামীজী সত্য, ত্যাগ এবং সেবার প্রতি অদম্য সততা এবং অঙ্গীকারবদ্ধ এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে অন্যের ভালোর জন্য। ভারতীয় জনসাধারণকে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করার ধারণা তাঁর জীবদ্দশাতেই শিকড় গেড়েছিল। তাঁর অনুগামীরা ‘দুর্ভিক্ষ, রোগ-শোকের মাঝে কাজ করেছে - কলেরা-পীড়িত মানুষের শুশ্রূষা করেছে এবং ক্ষুধার্ত চন্ডালকে খাওয়াচ্ছে’ দেখে খুশি হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্ব খুব কমই জন্মায়। যখন তাঁদের মতো ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁদের জীবনদর্শন পৃথিবীতে এক পৃথক চিহ্ন রেখে যায়, যা মানব সভ্যতার নিরলস পরিবর্তন সত্ত্বেও বিরাজ করে। যেমন এ. এল. বাশাম দেখতে পান যে ‘আগামী শতাব্দীতে তিনি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান রূপকার হিসাবে স্মরণীয় হবেন।’

তথ্যসূত্র:

- 1 রুদ্র সুশীল কুমার। ১৯৫৯, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতচেতনা ও পাশ্চাত্য। বর্ধমানঃ অভিজ্ঞান গোষ্ঠী। পৃ ২০।
- 2 চট্টোপাধ্যায় ভবতোষ। ১৯৫৯। স্বামী বিবেকানন্দঃ সময় ও ইতিহাস চেতনা। কলকাতাঃ প্যাপিরাস। পৃ ৫৩-৫৪।
- 3 Rao V.K.R.V. 1959. *Swami Vivekananda: The Prophet of Vaidantik Socialism*. New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, P.166.
- 4 Verma, V.P. 1961. *Modern Indian Political Thought*. Agra: L.N.A. Educational Publishers. p.124.
- 5 Swami Vivekananda. 1956 (6th edn.). *Complete works of Vivekananda Vol. VI*. Calcutta : Advaita Ashram. p. 469
- 6 Rao V.K.R.V. 1959. *Swami Vivekananda: The Prophet of Vaidantik Socialism*. p. 172-173.
- 7 Swami Vivekananda.1958. *The Complete Works of Swami Vivekananda Vol.II*. Calcutta: Advaita Ashram. 14th edition, p.312.
- 8 স্বামী বিবেকানন্দঃ বাণী ও রচনা। কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়। পৃ১২০।
- 9 Verma, V.P. *Modern Indian Political Thought*, p.125.
- 10 Bisha, C. M. 2012. Swami Vivekananda: Icon of Social Regeneration. *Prabuddha Bharata, Vol. 117*, No.6 June. p.318.
- 11 Bisha, C. M. Swami Vivekananda: Icon of Social Regeneration. p.318.

Swami Vivekananda: Contribution of Swami Vivekananda to the development of Indian social consciousness and socialist ideas

- 12 Swami Vivekananda. 1923. *The Complete Works of Swami Vivekananda Vol. IV*. Almora: Advaita Ashram 3rd edition. p.316.
- 13 Swami Vivekananda. 1956. *The Complete Works of Swami Vivekananda Vol VI*. Calcutta: Advaita Ashram, 6th edition. p. 343.
- 14 Swami Vivekananda Letter to Rakhal (Swami Brahmananda). 1956. *The Complete Works of Swami Vivekananda Vol VI, Letter no. LXXII*. Calcutta: Advaita Ashram, 6th Edn. p.321.
- 15 Swami Vivekananda. *The Complete Works of Swami Vivekananda- Vol. VI*, p.246.
- 16 Swami Vivekananda. *The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV*, pp. 468-469.
- 17 Reddy, A.V. R. *Political Philosophy of Swami Vivekananda*, p.32.
- 18 Swami Vivekananda. *The Complete Works of Swami Vivekananda Vol VI*, p.381.
- 19 চট্টোপাধ্যায় ভবতোষ, স্বামী বিবেকানন্দঃ সময় ও ইতিহাস চেতনা, পৃ.৮৫-৮৬।
- 20 চক্রবর্তী সতীন্দ্রনাথ। ১৯৭৭। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সোশ্যালিজম', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত- চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ । কলিকাতাঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার। অষ্টম মুদ্রণ ২০০৪, পৃ ৩২৩।
- 21 Swami Vivekananda. 1958. *The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VII*. Calcutta: Advaita Ashram, 5th edcn. p. 148-149; Verma, V.P. *Modern Indian Political Thought*. p.127.
- 22 Swami Vivekananda. *The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol VI*. p 381.
- 23 Verma, V.P. *Modern Indian Political Thought*. p.126.
- 24 *His Disciple Nivedita*. 1910. *The Master As I Saw Him: Being Pages from the Life of the Swami Vivekananda*. London and New York. Longman Green and Co. p. 378-389.
- 25 চক্রবর্তী সতীন্দ্রনাথ। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সোশ্যালিজম'। পৃ.৩২১।
- 26 Dutta, Bhupendranath. 1954. *Swami Vivekananda: Patriot Profet*. Calcutta: Nababharat Pub. pp. 2-3.
- 27 Swami Vivekananda. 1946. *The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.III*. Almora: Advaita Ashram, , 5th edcn-p.182.
- 28 স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, খন্ড-৭, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃ ৩৫।
- 29 Swami Vivekananda. *The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV*. p.416.
- 30 Dutta, Bhupendranath. *Swami Vivekananda: Patriot Profet*, p.14.
- 31 স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড। কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় ,পৃ ১৪১.
- 32 Swami Vivekananda. 1963 (7th edn.). *The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI*. p. 381.

- 33 Madan, T.N. 2010. *The T.N. Madan Omnibus: The Hindu householder*. New Delhi: OUP. p.153.
- 34 Swami Vivekananda. 1947. *The Complete Works of Swami Vivekananda Vol.VII*. Almora: Advaita Ashram. p. 148-149.
- 35 স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, খণ্ড ৬। কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ। ৪১৮।
- 36 স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, খণ্ড ৬। কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ। ৩৯২-৯৩।

Bio Profile of the Author:

Assistant Professor,
Department of Political Science,
Tribenidevi Bhalotia College,
Raniganj, Paschim Bardhaman,
West Bengal, India, PIN-713347.
Email : bhattacharjee.mimi@gmail.com